দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সর্বজনীন আইসিটি শিক্ষা অপরিহার্য

বীরেন্দ্র নাথ অধিকারী

আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় কম্পিউটার তথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) শিক্ষাকে এখনও তেমন একটা আমলে আনা হয়নি। সরকারি বা বেসরকারি সব শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয়টিকে গুরুত্বহীন করে রাখা হয়েছে। টেক্সট বুক বোর্ড অনেকটা দায়সারাভাবে এটিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অন্যান্য বিষয়গুলোর মতো এটিকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। যার কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে যেহেতু এদেশে কোন প্রমিত শিক্ষা ব্যবস্থা নেই সেহেতু তারা যে যার মতো বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের ছিটেফোঁটা আইসিটি শেখানোর চেষ্টা করছে। তাই এসব পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এ বিষয়টির প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তাদের মধ্যে যারা কম্পিউটার বা আইসিটি/আইটি ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখে তাদের আইসিটি বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ শুরু করতে হয়। আর যারা আইসিটি ভিন্ন অন্য বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ ও পেশায় নিয়োজিত হতে চায় তাদের অধিকাংশকেই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পর প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হয়ে কম্পিউটার ব্যবহার শিখতে হয়। কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ এখনও খুব বেশি অগ্রগতি লাভ করেনি এ কথা সত্য, তবে দিন দিন এর ব্যবহার বৃদ্ধি আশাব্যঞ্জক। তাই সময়ের প্রয়োজনে এখন শিক্ষা জীবন শেষে যে কোন পেশায় নিয়োজিত হলে কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান থাকা এবং এটি ব্যবহার করতে জানা আবশ্যকীয়। কারণ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত থাকলেও বর্তমানে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে কম্পিউটার এখন আর 'শোপিস' হিসেবে শোভা বর্ধনের বস্তু নয়। এটি এখন অফিস কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি 'টুল'।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আইসিটি পেশাজীবী বা অন্য পেশাজীবী সবার জন্য এ বিষয়ে যার যার প্রয়োজনমতো দক্ষতা থাকা অপরিহার্য। এই 'অপরিহার্য দক্ষতা অর্জনের' বিষয়টি কখনই একটি 'সেকেন্ডারি' বা 'সাবসিডিয়ারি' বিষয় হতে পারে না, যা আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয়টি বাধ্যতামূলক না হওয়ায় মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত তো বটেই, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরাও কম্পিউটার তথা আইসিটি শিক্ষার মৌলিক অধিকার পাচ্ছে না। শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল ১৩-১৪ বছর বয়স পেরিয়ে নয়, শিশুদের স্কুলের প্রাথমিক স্তর থেকেই গ্রহণীয় পর্যায়ে এ বিষয়ক শিক্ষাদান শুরু করতে হবে। বিষয়টি সব শিশু শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যকীয় করতে হবে। যেমন করা হচ্ছে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়। এর জন্য উপযুক্ত পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা প্রয়োজন। শুরুতে শিক্ষার্থীদের জন্য একেবারে সহজ কিছু পাঠ্য এবং পর্যায়ক্রমে বিস্তারিত বা গভীরতম বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক ধারণা দেয়া যেতে পারে।

আইসিটি বিজ্ঞানের একটি শাখা বিধায় চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যক্রমে এ সম্পর্কিত একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ক্রমান্বয়ে পরবর্তী শ্রেণীর বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমে আইসিটি বিষয়ক অধিকতর পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এভাবে অগ্রসর হওয়ার পর নবম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে একটি আলাদা বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে এটিকে মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত সব শাখার শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। এরপর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শাখায় বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় যেমন গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ইত্যাদির মতো আইসিটিকেও আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে বেছে নেয়ার সুযোগ রাখতে হবে। তাছাড়া এ পর্যায়ে সব শাখার শিক্ষার্থীর জন্য এটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বেছে নেয়ারও ব্যবস্থা রাখতে হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এভাবে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা গেলে সব শাখার শিক্ষার্থী যে যার মতো করে আইসিটি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। অর্থাৎ এতে করে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষালাভের পর বিজ্ঞান শাখার একজন শিক্ষার্থী উচ্চতর পর্যায়ে আইসিটিতে শিক্ষালাভ শেষে কর্মজীবনেও এটিকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে পারবে। এভাবে গড়ে ওঠা একজন আইসিটি পেশাজীবী নিশ্চিতভাবে তার কর্মক্ষেত্রে অন্যভাবে গড়া ওঠা পেশাজীবীর চেয়ে আপনাআপনি দক্ষ হয়ে উঠবে। আর যেসব শিক্ষার্থী উচ্চতর শ্রেণীতে আইসিটি ভিন্ন অন্য বিষয়ে শিক্ষালাভ ও পেশায় নিয়োজিত হবে তারাও কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনমত আইসিটি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করবে। কারণ এদের সবাই কমপক্ষে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে এবং এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আইসিটিতে শিক্ষালাভ করে থাকবে।

বস্তুত আইসিটিতে উন্নত দেশগুলোর মতো আমাদের দেশে ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা এখনও গড়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু এই প্রযুক্তির প্রতি সামগ্রিক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সহজেই এখানে সর্বস্তরে আইসিটি শিক্ষা-প্রচলন করা সম্ভব। উল্লেখ্য, আইসিটির প্রতি সর্বস্তরের মানুষের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজমান। কেউ জানুক আর না জানুক, সব মানুষ বিশ্বাস করে আইসিটি একটি 'মেধাভিত্তিক' বিষয় এবং এর উপযুক্ত ব্যবহারে অবশ্যম্ভাবী উন্নয়ন সাধিত হয়। লক্ষণীয় যে, এমনকি ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আক্রান্ত মৌলবাদীগোষ্ঠীও কিন্তু কখনও আইসিটির বিরুদ্ধে কিছু বলে না। এর সম্যক উদাহরণ হচ্ছে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা হামলার সময় জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিলিকৃত প্রচারপত্রে কোথাও আইসিটির বিপক্ষে একটি শব্দও লেখা নেই। যদিও এতে দেশের সংবিধান, সংসদ, আইন-কানুন ইত্যাদি সবকিছুই 'মানুষের সৃষ্টি' বলে এসব ব্যতিল করার কথা বলা হয়েছে। এ উদাহরণটি এখানে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এ কারণে যে, চরম ডানপন্থী যারা সাধারণত প্রাগ্রসর প্রযুক্তি বা পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে তারাও আইসিটির বিরুদ্ধে নয়। অর্থাৎ এ বিষয়টি সর্বজনগ্রাহ্য। আমাদের দেশে সর্বস্তরে আইসিটি শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে এ সহজ সুযোগটি গ্রহণ করতে হবে। আরও খোলাসা করে এভাবে বলা যেতে পারে যে, সব সাধারণ বিদ্যালয়সহ দেশের কয়েক হাজার মাদ্রাসায় আইসিটি শিক্ষা প্রচলন করার ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় হবে না। তাই সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় তো বটেই, দেশের মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন বা ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা ব্যবস্থায়ও এ বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা গেলে তা অকল্পনীয় সুফল বয়ে আনবে। বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাই সর্বস্তরে আইসিটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য কোনভাবেই কালবিলম্ব করা অনুচিত।

একথা সর্বজন বিদিত যে বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ঘন বসতিপূর্ণ দেশ। এর ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইল এলাকায় জনসংখ্যা ইতোমধ্যে ১৫ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এ বিশাল জনসংখ্যা দেশের জন্য বোঝা না হয়ে হতে পারে 'সম্পদ', অর্থাৎ 'মানব সম্পদ'। আর বিভিন্ন কারণে বর্তমান বিশ্বে আইসিটিতে 'মানব সম্পদ' তৈরি করা অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে সহজতর। সম্পূর্ণ মেধাভিত্তিক বিষয় হওয়াতে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার চেয়ে এতে শিক্ষাগ্রহণ, দক্ষতা অর্জন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপারে স্বল্প ব্যয় ও কম শারীরিক পরিশ্রম করার প্রয়োজন হয়। বাঙালিরা মেধাবী এটি অনস্বীকার্য। তাই 'মেধা' ও 'আইসিটি' এই দু'য়ের সমন্বয় সাধন করতে হবে। এটি করতে পারলে বাংলাদেশ আইসটিতে তো বটেই অন্যান্য ক্ষেত্রেও নিশ্চিত উন্নতি সাধন করে সার্বিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। কারণ প্রযুক্তিগত কারণে 'পেশাগত' ও 'প্রায়োগিক' ক্ষেত্রে আইসিটি'র অন্তর্নিহিত বিশ্বব্যাপী যে 'ভার্চুয়াল সুযোগটি রয়েছে অন্যান্য প্রযুক্তি বা পেশার ক্ষেত্রে তা নেই। স্পষ্ট করে বলা যায়, ঘরে বসে দেশ-বিদেশে কাজ করার, বা অন্য কথায় 'আউটসোর্সিং' করার ক্ষেত্রে আইসিটির মতো সুযোগ আর কোন পেশায় নেই। আর আইসিটিতে যত দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা যাবে দেশে-বিদেশে তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগানোর সুযোগটি তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। এ সুযোগ বা সম্ভাবনা অন্য কোন পেশা বা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাজার হাজার ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করে তাদের সবার দক্ষতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব নাও যেতে পারে। এক্ষেত্রে 'মেধা পাচারের' সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আইসিটির বেলায় ব্যাপারটি তেমন নয়। এ বিষয়ে যত বেশি দক্ষ পেশাজীবী তৈরি করা হোক না কেন তাদের সবার দক্ষতাকে দেশে বসেই কাজে লাগানোর সুযোগ থাকবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মেধা পাচারের সুযোগ কম।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, আইসিটির প্রয়োগ ও এর যথাযথ ব্যবহার ছাড়া দ্রুত 'প্রযুক্তি নির্ভর' 'আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা সম্ভব নয়। এ কাজেও দক্ষ আইসিটি জনশক্তি প্রয়োজন। তাই আমাদের দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সর্বজনীন আইসিটি শিক্ষা অপরিহার্য।

সংবাদ
তারিখ ... JUN 28 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২